ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

DL- No.-03 /Date:29/02/2025 ● Prgi Application Process No. : T/WB/2024/0617/6991/1130 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/

● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ০৮২ ● কলকাতা ● ১২ চৈত্র, ১৪৩১ ● বুধবার ● ২৬ মার্চ ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

মঙ্গলে মুখ্যমন্ত্রী লন্ডনে যোগ দিচ্ছেন বাণিজ্য সম্মেলনে

বেবি চক্রবর্ত্তী

এই মুহূর্তে বনিক সভার কাছে মুখ্যমন্ত্রীর একটাই বার্তা -'ডেস্টিনেশন বাংলা'। এর পরেও নানা প্রশ্ন উঠতেই পারে। কিন্তু বিশ্বের বনিক মহলের কাছে মুখ্যমন্ত্রীর অনুরোধ বাংলায় বিনিয়োগ করুন। মুখ্যমন্ত্রী বলছেন, কর্মসংস্থানের সেরা ঠিকানা বাংলা। ক্ষুদ্র শিল্প থেকে তথ্যপ্রযুক্তি সর্বক্ষেত্রেই এগিয়ে এ রাজ্য। শিল্প স্থাপনের সেরা জায়গা এই রাজ্য। ক্ষুদ্র ও ছোট শিল্পে

এরপর ৩ পৃষ্ঠায়

কারা করেননি কাজ? নামের লিস্ট মমতাকে পাঠালেন অভিষেক

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

হুঁশিয়ারি আগেই দিয়েছিলেন। ঠিক মতো কাজ না করলে ব্যবস্থা নেবে দল। অর্থাৎ,'পারফরম্যান্স'-এর উপরেই জোর দেবেন বলে আগেই জানিয়েছিলেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এও বলেছিলেন,"এই পারফরম্যান্সের উপর ভিত্তি করেই ব্লক সভাপতি জেলাপতিদের বেছে নেওয়া হবে।" সেই কথা মতোই এবার কাজ।প্রসঙ্গত, তৃণমূলের রদবদল নিয়ে আগেই বার্তা দেওয়া হয়েছিল। অভিষেক জানিয়েছিলেন, ঠিক সময়ে দলের সাংগঠনিক রদবদল হবে। সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই এই নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন। শুধু তাই নয়, তিনি এও বলেছিলেন," যারা দলের হয়ে কাজ করছেন,দলের কথা ভেবেছেন তাঁদের চিন্তা করার কোনও কারণ নেই।" বস্তুত, ২০২৪ এর লোকসভা ভোটে তৃণমূল ব্যাপক জয় পেলেও ওয়ার্ড ভিত্তিক ফলাফলে একাধিক জায়গায়

এরপর ৩ পাতায়

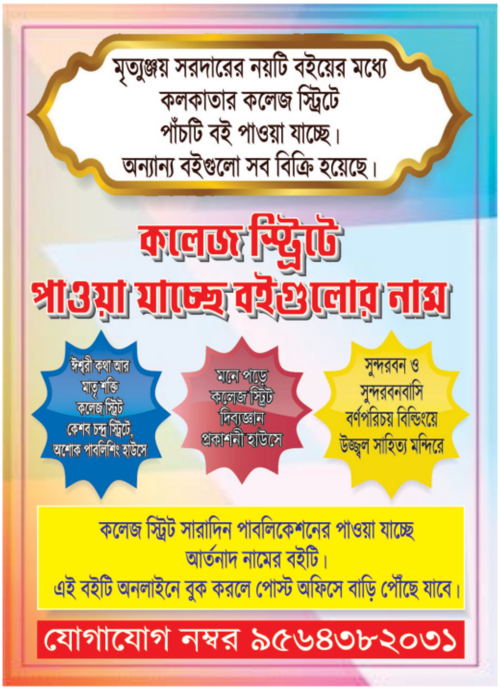

কুড়মালি ভাষায় পঠনপাঠন চালু করার দাবিতে মিছিল করে ডেপুটেশন প্রদান

অরূপ ঘোষ, ঝাড়গ্রাম

শিক্ষা ব্যবস্থায় কুড়মালি ভাষাকে অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতে আদিবাসী কুড়মি সমাজ মঙ্গলবার ঝাড়গ্রামের ডিআই (DI) অফিসে ডেপুটেশন প্রদান করল। এদিন ঝাড়গ্রাম শহরের হিন্দু মিশন ময়দান থেকে শুরু হওয়া এক বিশাল মিছিল শেষ হয় জেলা শিক্ষা দপ্তরের সামনে, যেখানে সংগঠনের প্রতিনিধিরা তাদের দাবি পেশ করেন। আদিবাসী কুড়মি সমাজ দীর্ঘদিন ধরেই কুড়মালি ভাষাকে প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানিয়ে আসছে। তাদের দাবি, কুড়মালি ভাষা বহুদিনের প্রাচীন ভাষা, এবং এটি পশ্চিমবঙ্গের ঝাড়গ্রাম,পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া সহ বিভিন্ন জেলায় প্রচলিত। কিন্তু এখনো পর্যন্ত সরকারি শিক্ষাব্যবস্থায় এই ভাষার গুরুত্ব স্বীকৃতি পায়নি। ফলে নতুন প্রজন্ম নিজের মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এই দাবিকে সামনে রেখে মঙ্গলবার দুপুরে ঝাড়গ্রামের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কুড়মি সম্প্রদায়ের মানুষজন একত্রিত হন। ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, গবেষক এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ মিছিলে অংশ নেন। তারা বিভিন্ন ব্যানার ও পোস্টার নিয়ে শ্লোগান তোলেন—যে তাদের মাতৃভাষায় শিক্ষা চাই।হিন্দু মিশন ময়দান থেকে মিছিল শুরু হয়ে ঝাড়গ্রাম শহরের প্রধান রাস্তা পরিক্রমা করে জেলা ডিআই অফিসের সামনে পৌঁছয়। সেখানে আদিবাসী কুড়মি সমাজের নেতারা তাদের দাবি তুলে ধরেন এবং জেলা শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিকদের হাতে স্মারকলিপি প্রদান করেন।আদিবাসী কুড়মি সমাজের ঝাড়গ্রাম জেলা সভাপতি তরুণ মাহাতো বলেন,"কুড়মালি ভাষা আমাদের পরিচয়ের প্রতীক। এটি আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িত। অথচ আমাদের ভাষাকে সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থায় এখনো স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। আমরা চাই, অবিলম্বে প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত কুড়মালি ভাষায় পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করা হোক।"আন্দোলনকারীরা স্পষ্ট করেছেন যে, এই ডেপুটেশন শুধুমাত্র প্রথম ধাপ। যদি সরকার তাদের দাবি না মেনে নেয়, তাহলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন। কুড়মালি ভাষাকে রাজ্যের সরকারি স্কুলগুলোর পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য তারা লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাবেন। কুড়মালি ভাষার প্রচার ও সংরক্ষণের জন্য দীর্ঘদিন ধরেই আন্দোলন চলছে। সরকার যদি দ্রুত পদক্ষেপ না নেয়, তবে এই আন্দোলন আরও বৃহৎ আকার ধারণ করবে।

দিল্লিতে মহিলা যাত্রীর উপস্থিত বুদ্ধিতে বেঁচে গেলেন ক্যাব চালক

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

দিল্লিতে মধ্য রাস্তায় হঠাৎ অসুস্থ ক্যাব চালাক। মাথা ঠান্ডা রেখে সবটা সামাল দিলেন মহিলা যাত্রী। পরিস্থিতি যতই জটিল হোক, মাথা ঠান্ডা রাখলে যে যাবতীয় সমস্যা মিটিয়ে ফেলা যায়, তেমন উদাহরণের শেষ নেই। সেরকমই একটা ঘটনা খাস রাজধানী দিল্লিতেও। নেপথ্যে হানি পিপাল নামে এক মহিলা। ঘটনাটা কী? কেন তাঁকে নিয়ে সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় চর্চা?

গুরুগ্রাম থেকে ক্যাবে চড়ে ফিরছিলেন হানি। আচমকাই পথে উবার চালক অসুস্থ হয়ে

এরপর ৪ পাতায়

পাথর প্রতিমায় গঙ্গা দূষণ রোধে সচেতনতা প্রচার অভিযান

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

গঙ্গাদূষণ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে সম্প্রতি দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার পাথরপ্রতিমা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় নানা কর্মসূচির মাধ্যমে 'গঙ্গা স্বচ্ছতা পক্ষ ' অনুষ্ঠিত হচ্ছে । ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট প্রোগ্রাম ম্যানেজমেন্ট গ্রুপের সহযোগিতায় ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা গঙ্গা কমিটির উদ্যোগে ২৪ মার্চ প্রচার অভিযানে পাথরপ্রতিমা পঞ্চায়েত সমিতি ও আনন্দলাল আদর্শ বিদ্যালয় সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহণ করে। অনুষ্ঠানের মূল বিষয় ছিল গঙ্গা নদী সংরক্ষণ। র‍্যালি, ব্যানার ডিসপ্লে, অঙ্কন প্রতিযোগিতার মাধ্যমে জনমানসে গঙ্গার প্রতি সচেতনতা বৃদ্ধির এই কর্মসুচিকে স্থানীয় এলাকাবাসী অভিনন্দন জানায়। এই কর্মসূচীতে উপস্থিত ছিলেন পাথরপ্রতিমার যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সুমিত বোস, পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি রাজাবাহাদুর সিং, পাথরপ্রতিমা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শিপ্রা পান্ডা, উপপ্রধান সঞ্জয় কুমার নায়েক এবং জেলা প্রকল্প আধিকারিক সুজিত ভাণ্ডারী প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

(১ম পাতার পর)

কারা করেননি কাজ? নামের লিস্ট মমতাকে পাঠালেন অভিষেক,

পিছিয়ে ছিল। এই হারের কারণ কী তা খতিয়ে দেখতে ময়দানে নামেন খোদ তৃণমূলের নম্বর 'টু'। তারপর দলের কর্মীদের কড়া বার্তা দেন। আগামী বছরে বিধানসভা ভোট। লোকসভা নির্বাচনের মতো যাতে একই ভুল না হয় তা নিয়ে সতর্ক তৃণমূল নেতৃত্ব। তাই ইতিমধ্যেই তালিকা প্রস্তুত করেছেন অভিষেক। কারা-কারা কাজ করেননি সেই সকল নামের তালিকা প্রস্তুত করে তা পাঠিয়েছেন সুপ্রিমোর কাছেই।সূত্রের খবর, সংগঠনের নিষ্ক্রিয় ও'গদ্দার' কর্মী কারা? সেই রিপোর্ট তৈরি করে ফেলেছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের পরে প্রত্যেক এলাকাভিত্তিক কোন কোন নেতা কর্মী নির্বাচনে কাজ করেননি তার রিপোর্ট তৈরির দায়িত্ব অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়েছিলেন তৃণমূল নেত্রী। তিন মাসের মধ্যে এই রিপোর্ট তৈরি করে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি। সোমবার দিল্লিতে সাংবাদিকদের সঙ্গে ঘরোয়া আলোচনায় অভিষেক জানান,সেই রিপোর্ট তৈরি করে তিনি দলনেত্রীর হাতে দিয়ে দিয়েছেন। কার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে,কাকে বদলানো হবে এই সিদ্ধান্ত নেবেন দলনেত্রী।

(১ম পাতার পর)

মঙ্গলে মুখ্যমন্ত্রী লন্ডনে যোগ দিচ্ছেন বাণিজ্য সম্মেলনে

ভারতের সেরা বাংলা। আজ, মঙ্গলবার লন্ডনে ব্রিটিশ বণিকসভার সঙ্গে লগ্নি বৈঠকের আগে সোমবার ভারতীয় হাই কমিশনের এক অনুষ্ঠানে বাংলার অগ্রগতির কথা এভাবেই স্মরণ করিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী দিনে চাকরির সেরা ঠিকানা যে কলকাতা, সে কথাই বুঝিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য, “খড়গপুর আইআইটির মতো পড়ার জায়গা রয়েছে। নিউটাউনে আইটি হাব তৈরি হচ্ছে। ভারতের মধ্যে সবথেকে বেশি লগ্নির সম্ভাবনা রয়েছে বাংলার মাটিতেই।আজ ব্রিটেনের শিল্পপতিদের সঙ্গে বৈঠক করবেন তিনি। এবারের লন্ডন সফরে ব্রিটেন-বাংলা যোগাযোগ বৃদ্ধির পাশাপাশি, কলকাতা-লন্ডন সম্পর্ক আরও প্রাণবন্ত করতে তৎপর হয়েছেন মমতা। আর তাই তো লন্ডন থেকে কলকাতা সরাসরি উড়ানের দাবি জানিয়েছেন তিনি। তাঁর কথায়, “আমি চাই লন্ডন থেকে কলকাতা সরাসরি উড়ান চালু হোক। কারণ, কলকাতার সঙ্গে লন্ডনের দূরত্ব কিন্তু বেশি নয়। মাত্র ৮ ঘণ্টা। ব্রেক জার্নির ফলে সেটা ১৮ ঘন্টা লাগল। আমি চাইব ভারতীয় হাই কমিশন এবং ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ যৌথভাবে লন্ডন কলকাতা সরাসরি উড়ানের ব্যবস্থা করুক। এতে মানুষের সময় বাঁচবে।"মুখ্যমন্ত্রীর এই প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়েছে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজও। কলকাতা-লন্ডন সম্পর্কের কথা বোঝাতেই এ দিন উঠে আসে বাংলার ‘ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর’ সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম। প্রসঙ্গত, সৌরভ বৃহস্পতিবার অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তৃতার সময় উপস্থিত থাকবেন।

মহিলা সমবায়গুলির জন্য এনসিডিসি-র প্রকল্পসমূহ

নয়াদিল্লি, ২৫ মার্চ, ২০২৫

কেবলমাত্র মহিলা সমবায়গুলির জন্যই জাতীয় সমবায় উন্নয়ন নিগম (এনসিডিসি) ‘স্বয়ংশক্তি সহকার যোজনা’ এবং ‘নন্দিনী সহকার প্রকল্প’ চালু করেছে। ‘স্বয়ংশক্তি সহকার যোজনা’র মূল উদ্দেশ্য হল, দরিদ্রদের জন্য মূল্যসাশ্রয়ী এবং নির্ভরযোগ্য আর্থিক সহায়তা প্রদান। মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে প্রয়োজনীয় ব্যাঙ্ক ঋণ পেতেও তা সাহায্য করছে। যৌথ সামাজিক অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া এবং সুস্থায়ী জীবনধারণের প্রসারের লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ।

‘নন্দিনী সহকার প্রকল্প’ আর্থিক সহযোগিতার পরিকাঠামোর ওপর জোর দিয়েছে। এক্ষেত্রে শহরাঞ্চলের গৃহ ব্যতিরেকে যে কোন ক্ষেত্রে মডেল-ভিত্তিক ব্যবসায়িক কাজকর্মে মহিলা সমবায়গুলিকে সহায়তা যোগানোই এর লক্ষ্য। আত্মনির্ভর ভারতের উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই প্রকল্পগুলি চালিত হচ্ছে। এর ফলে মহিলারা নানা ব্যবসায়িক উদ্যোগ গড়ে তুলতে উৎসাহ পাচ্ছেন। এক্ষেত্রে তাঁরা সুদমুক্ত ঋণের ফলে আর্থিক সহায়তা পাচ্ছেন এবং নিজেদের দক্ষতারও বিকাশ ঘটাচ্ছেন।

এনসিডিসি গত তিন বছরে মহিলা সমবায়গুলিকে ৩,০৯৯.৩৩ কোটি টাকা আর্থিক সহায়তা দিয়েছে। ২০২৪-২৫ আর্থিক বছরের ১৮.০৩.২০২৫ পর্যন্ত ৯৫০.৫৪ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে।

লোকসভায় এক প্রশ্নের লিখিত উত্তরে একথা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ।

ভোটার লিস্ট থেকে হিন্দুদের নাম কেটে জিহাদীদের নাম ঢোকানো হচ্ছে দাবি লকেট চট্টোপাধ্যায়ের

বেবি চক্রবর্তী: কলকাতা

এক সময়ে এরাজ্যের মুসলিম ভোটব্যাঙ্ক ছিল কংগ্রেসের দখলে । ক্রমে তারা সিপিএমের দিকে ঝোঁকে । ২০১১ সালে সেই মুসলিম ভোটব্যাঙ্কই একচেটিয়া তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দিয়ে সিপিএমের অপসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় । তারপর থেকে তৃণমূলের মুসলিম ভোটব্যাঙ্কে আর কেউ থাবা বসাতে পারেনিমুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি সেই কারনে মুসলিম ভোটারদের কার্যত "দুধেল গরু" আখ্যা দিয়েছিলেন । এদিকে পরবর্তী বিধানসভার

ভোটও আসন্ন । তার আগে ভোটার তালিকায় ঝাড়াই বাছাইয়ের কাজ চলছে । রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল বিজেপির অভিযোগ যে হিন্দু ভোটারদের নাম বাদ দিয়ে ভোটার তালিকায় বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গা মুসলিমদের নাম ঢোকাচ্ছে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস ।

বিজেপি নেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কৃষ্ণনগর-২ ব্লকের বিডিও-এর একটা নির্দেশনামার শেয়ার করা হয়েছে । সেই নির্দেশে বলা হয়েছে, 'যেহেতু মিস্টার আবদুর রহমান শেখের কাছ থেকে ২১.০৩.২০২৫ তারিখে ডকেট নং ১৭৫৬-এর মাধ্যমে একটি অভিযোগ পাওয়া গেছে, যেখানে তিনি ৯৮ জন ভোটারের নাম সংশ্লিষ্ট এলাকায় বসবাসকারী বা শারীরিকভাবে উপস্থিত না থাকার কারণে তালিকাভুক্তির বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। এই ৯৮ জন ভোটারের প্রকৃত তথ্য অর্জনের জন্য, সংযুক্ত তালিকায় উল্লেখিত AERO-দের এতদ্বারা সংযুক্ত তালিকায় তাদের নামের বিপরীতে উল্লেখিত ভোটারদের স্পট তদন্ত করার এবং ৩ দিনের মধ্যে ৯৮ জন ভোটারের সাধারণ নাগরিকত্ব উল্লেখ করে প্রতিবেদন জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'

লকেট চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন,'তৃণমূল সরকার পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকা

এরপর ৫ পাতায়

সম্পাদকীয়

চরমপন্থী বাম সংগঠন প্রভাবিত এলাকাগুলিতে বেসরকারি ক্ষেত্রের বিনিয়োগ

ভারতীয় সংবিধানের সপ্তম তফসিল অনুযায়ী, পুলিশ এবং আইনশৃঙ্খলার বিষয়টি রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন। যদিও চরমপন্থী বাম সংগঠন প্রভাবিত রাজ্যগুলিতে ভারত সরকার রাজ্য সরকারের সহায়তায় এগিয়ে এসেছে। এই সমস্যার সর্বাত্মক মোকাবিলায় ২০১৫ সাল থেকে জাতীয় নীতি চালু হয়েছে। নিরাপত্তা সংক্রান্ত ব্যবস্থা, স্থানীয় সম্প্রদায়ের অধিকার সুরক্ষা সহ অন্যান্য উন্নয়ন ক্ষেত্র এর সাথে যুক্ত। নিরাপত্তা ক্ষেত্রে ভারত সরকার চরমপন্থী বাম সংগঠন প্রভাবিত রাজ্যগুলিতে কেন্দ্রীয় সশস্ত্র বাহিনী মোতায়েন করছে। সেইসঙ্গে, রাজ্য পুলিশ বাহিনীর আধুনিকীকরণের জন্য তাদের অস্ত্র ও সহায়ক সরঞ্জাম যোগাতে আর্থিক তহবিল প্রদান করা হচ্ছে। এর পাশাপাশি, গোয়েন্দা তথ্য প্রদান এবং পুলিশ থানাগুলিকে সুরক্ষিত করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

এই সমস্যা পীড়িত এলাকাগুলিতে দ্রুত অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটানোই এর লক্ষ্য। এক্ষেত্রে সড়ক পরিকাঠামোর প্রসার ঘটানো হচ্ছে, টেলি-সংযোগ বৃদ্ধি করা, শিক্ষা, দক্ষতা বিকাশ ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ১৪,৬১৮ কিলোমিটার সড়কপথ ইতিমধ্যেই নির্মিত হয়েছে। ৭,৭৬৮টি মোবাইল টাওয়ার চালু করা হয়েছে। ৪৮টি আইটিআই এবং ৬১টি দক্ষতা বিকাশ কেন্দ্র স্থাপনের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ৪৬টি আইটিআই এবং ৪৯টি দক্ষতা বিকাশ কেন্দ্র ইতিমধ্যেই কাজ করছে।

আদিবাসী এলাকাগুলিতে উন্নত শিক্ষার লক্ষ্যে ২৫৫টি একলব্য মডেল আবাসিক বিদ্যালয়ের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ১৭৮টি ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করেছে। আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণের লক্ষ্যে ব্যাঙ্কিং সুবিধা সম্বলিত ৫,৭৩১টি পোস্ট অফিস খোলা হয়েছে। সর্বাধিক চরমপন্থী বাম সংগঠন প্রভাবিত জেলাগুলিতে ১,০০৭টি ব্যাঙ্ক শাখা এবং ৯৩৭টি এটিএম খোলা হয়েছে। ৩৭,৮৫০টি ব্যাঙ্কিং করেসপন্ডেট কাজ করছেন। এইসব এলাকাগুলিতে জন-পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করতে ২০১৭ সালের পর থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ৩,৫৬৩ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। স্বরাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রক অন্য সব মন্ত্রকের সঙ্গে সার্বিক সমন্বয়ের ভিত্তিতে ভারত সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের রূপায়ণ ঘটাচ্ছে। স্থানীয় সম্প্রদায়কে এই কাজে যুক্ত করতে নানাবিধ উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। তপশিলি উপজাতি সহ বনে বসবাসকারীদের জমির দলিল দেওয়া হয়েছে।

স্থানীয় মানুষদেরকে এই চরমপন্থী বাম সংগঠনগুলির প্রভাব থেকে মুক্ত করতে কেন্দ্রীয় সশস্ত্র বাহিনী নাগরিক উদ্যোগ কর্মসূচি চালু করেছে। এক্ষেত্রে স্থানীয় মানুষদের কল্যাণে চিকিৎসা শিবির ও দক্ষতা বিকাশ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ২০১৪-১৫ থেকে এ পর্যন্ত এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীকে ১৯৬.২৩ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। এই সমস্যা পীড়িত জেলাগুলিতে আদিবাসী যুব বিনিময় কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হচ্ছে যার মাধ্যমে বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নমূলক উদ্যোগ, প্রযুক্তি এবং শিল্পক্ষেত্রের বিকাশের সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠতে তাঁদেরকে দেশের অন্যান্য প্রান্তের মানুষদের সঙ্গে এবং সেখানকার বিকাশ কর্মসূচির সঙ্গে পরিচিতি করানো হচ্ছে যাতে তাঁরাও উচ্চাকাঙ্ক্ষী হয়ে উঠতে পারেন।

এই চরমপন্থী বাম সংগঠনগুলির ভ্রান্ত প্রচার রুখতে যুব সম্প্রদায়কে কাজে লাগানো হচ্ছে। ৩২,৫০০ যুব এই ধরনের কর্মসূচি অংশ নিয়েছেন। সেইসঙ্গে, এই চরমপন্থীদেরকে জীবনের মূলস্রোতে ফিরে আসতে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। সেক্ষেত্রে রাজ্যগুলির নিজস্ব আত্মসমর্পণ এবং পুনর্বাসন নীতি রয়েছে। রাজ্যগুলির এই খাতে যে ব্যয় হয় তা কেন্দ্রের তরফে মিটিয়ে দেওয়া হয়। প্রথম সারির চরমপন্থী বাম সংগঠনগুলির ক্যাডারদের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে সঙ্গে সঙ্গে ৫ লক্ষ টাকা অনুদান দেওয়া হয়। অন্যদের ক্ষেত্রে এই অনুদানের পরিমাণ ২.৫ লক্ষ টাকা। সেইসঙ্গে, অস্ত্র ও গোলাবারুদ সমর্পণের জন্য আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়। এর পাশাপাশি, বিভিন্ন শিল্প এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও ৩ বছরের জন্য মাসিক ১০ হাজার টাকা করে স্টাইপেন্ড দেওয়া হয়ে থাকে।

জঙ্গলের দেবী মা মনসা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(চতুর্থ পর্ব)

প্রচুর মানুষের শরীরের ইমিউনিটি পাওয়ারটা অটোমেটিক বেড়ে যায়। আর তা থেকে রক্ষা হবে করোনা ভাইরাস।আগামী দিনগুলো আরো সুস্থ-সবল ও সুন্দরভাবে বাঁচতে গেলে প্রাকৃতিক এ মাতৃরূপে উচ্চ করাটা অত্যন্ত জরুরী।সে কারণেই বহু প্রাচীনকাল হইতে এই পৃথিবী কে মাতৃ রূপে পূজা করে এসেছে তপশিলি জাতি, উপজাতি মানুষরা ছাড়া ভারতবর্ষজুড়ে নয় পৃথিবী জুড়ে।নদ-নদী জঙ্গল সবাইকে মাতৃ রুপে একটি আরাধ্য দেবী নামে পূজা করেছে এই জনজাতির মানুষেরা।জঙ্গলের দেবী বনবিবি অন্যদিকে

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(২ পাতার পর)

দিল্লিতে মহিলা যাত্রীর উপস্থিত বুদ্ধিতে বেঁচে গেলেন ক্যাব চালক

পড়েন। বিপদ তো আর বলে কয়ে আসে না! মাথা ঠান্ডা রেখে ঠিক সেই সময় নিজেই স্টিয়ারিং ধরেন হানি।

চালককে পেছনের সিটে বসিয়ে নিজেই গাড়ি চালালেন মহিলা। সেই ভিডিওই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল (Viral) হয়েছে। যা নিয়ে প্রশংসায় পঞ্চমুখ নেটিজেনরা। কী ঘটেছিল সেদিন গুরুগ্রাম থেকে ফেরার পথে? রাস্তায় গাড়ির চালক অসুস্থ হয়ে পড়লে হানি ঠান্ডা মাথায় চটজলদি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন যে তিনি নিজেই গাড়ি চালাবেন। রাস্তায় যখন জ্যাম, সেই সুযোগেই হানি তাঁর ফোনে একটি ভিডিও করেন। যেখানে তাঁকে বলতে শোনা যাচ্ছে, 'আমি সবাইকে বলব যে কোনও পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত থাকুন। ড্রাইভিংয়ের মতো দরকারি কিছু জিনিসও জেনে রাখা উচিত, তাহলে দরকারে আপনিও কারও সাহায্যে আসতে পারবেন।' খানিক পরে চালক একটু সুস্থ বোধ করলে হানি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন তিনি ঠিক আছেন কি না। হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করেন, কেমন গাড়ি চালিয়েছেন তিনি? উত্তরে ক্যাবচালক হেসে উত্তর দেন, 'খুব ভাল'।

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

সুখ দুঃখে ক্ষোভে গম্ভীর হয়ে ওঠে এবং একটা সময় ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে । তেমনি শনিদেবের প্রতি অবিচার, অনাচার হয়েছিল আর সেই রাগে নিজেকেই , শক্তিশালী হয়ে মনের ভেতর থেকেই। তাই তিনি সবার শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করেছিলেন।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

অশোকনগরে 'কিডনি গ্যাং'য়ের শিকার ১০! কীভাবে পাতা হত ফাঁদ? তদন্তে চাঞ্চল্যকর তথ্য

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

বারাসত: সুদের ফাঁদে পড়ে এক-দু'জন নয়, অশোকনগর থানা এলাকার কমকরে দশজনকে দিতে হয়েছিল কিডনি! প্রাথমিক তদন্তে এমনটা উঠে এলেও সংখ্যাটা এর কয়েকগুণ বলেই মনে করছেন তদন্তকারীরা। কিডনি বিক্রির জন্য দাতাদের পাঁচ-সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকার কথা জানানো হলেও আদতে নেওয়া হত ন্যূনতম ২৫লক্ষ টাকা।উত্তর ২৪ পরগনার স্বাস্থ্য জেলার অন্তর্গত কতজন কিডনি দান করেছে তার রিপোর্টও ইতিমধ্যেই পুলিশ চেয়েছে। দু'বছরের রিপোর্ট চাইলেও করোনার পরবর্তী সময় থেকেই এই কিডনি পাচারের চক্র জেলায় সক্রিয় বলেই অনুমান করছেন তদন্তকারীরা। বারাসত জেলা পুলিশ সুপার প্রতীক্ষা ঝাড়খারিয়া জানিয়েছেন, "মূল দালাল-সহ যারা সরকারি অনুমতি জোগাড় করত তাদের খোঁজ চলছে। তারপরই কীভাবে এই চক্র কিভাবে কাজ করত বোঝা যাবে। আবেদন করব যাদের সঙ্গে এমন হয়েছে, তাঁরা পুলিশকে জানাক।"এর থেকে মোটা অঙ্কের কমিশন পেত ধৃত 'সুদখোর' বিকাশ ঘোষ ওরফে শীতল। সে ছিল শুধুমাত্র একজন এজেন্ট। তাঁর কাজ ছিল, এক লক্ষের কম টাকা ৩৬০ শতাংশ সুদে ধার দিয়ে হতদরিদ্রদের ফাঁদে ফেলা। এত পরিমাণ সুদ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দিতে বিফল হয়ে ঋণ গ্রহণকারীরা আত্মসমর্পণ করলেই শুরু হয়ে যেত সুদখোর এজেন্টের খেলা। তারপরই সে চাপ দিয়ে কিডনি বিক্রির করতে রাজি করাতো।

সম্প্রতি এক যুবকের অভিযোগের ভিত্তিতে প্রকাশ্যে আসে 'সুদখোর' বিকাশ ঘোষ ওরফে শীতলের নাম। জানা যায়, শীতলের সঙ্গে যোগ ছিল উত্তরপ্রদেশের এক দালালের। ওই দালালের অধীনে শুধুমাত্র অশোকনগরের শীতল নয়, সংলগ্ন একাধিক এলাকার 'সুদখোর' কাজ করত বলেই মনে করছে পুলিশ। তাঁদেরও কাজ ছিল একই, সুদের ফাঁদে ফেলে কিডনি বিক্রি করানো। কিন্তু কিডনি দান করতে চাই বললেই তো হবে না, এরজন্য প্রয়োজনীয় আইনি অনুমতি। তারপর মহকুমা স্তরে ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশন করেন স্বাস্থ্য ও প্রশাসনের আধিকারিকেরা। তারপরই মেলে সর্বোচ্চ স্তর থেকে ছাড়পত্র। এর মূল শর্তই হল কোনওভাবেই আর্থিক লেনদেন করা যাবে না। সরকারি এত নিয়মাবলী, আনুষ্ঠানিকতা থাকা সত্ত্বেও কীভাবে কিডনি পাচার চক্র সক্রিয়? এই প্রশ্নই এখন উঠতে শুরু করেছে। তাই শুধুমাত্র উত্তরপ্রদেশের দালাল এবং এলাকার সুদখোরেরাই নয়, মাঝেও একটি টিম রয়েছে বলেই মনে করছে পুলিশ।

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Bandhumahal Club) - 9735697689
Child Line - 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219, (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

(৩ পাতার পর)

ভোটার লিস্ট থেকে হিন্দুদের নাম কেটে জিহাদীদের নাম ঢোকানো হচ্ছে দাবি লকেট চট্টোপাধ্যায়ের

থেকে হিন্দুদের নাম মুছে ফেলছে এবং সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে বিশেষভাবে বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গা ভোটারদের অন্তর্ভুক্ত করছে। উদাহরণস্বরূপ, বিজেপির শক্ত ঘাঁটি নদিয়া জেলায়, আব্দুল রহমান শেখ নামের একজনের অনুরোধের পর ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার (বিডিও) একই দিনে ৯৮ জন হিন্দুর নাম ভোটার তালিকা থেকে অপসারণের প্রক্রিয়া শুরু করেন।এই পদক্ষেপটি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে নেওয়া হচ্ছে। ভোটার তালিকা প্রস্তুতিতে বিডিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানেন যে মুসলিমরা ব্যাপকভাবে তার পক্ষে ভোট দেন। এই কারণে, এটি হিন্দুদের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার একটি উদ্দেশ্যমূলক প্রচেষ্টা।এই বিষয়ে প্রতিবাদ করেছেন বিজেপির সর্বভারতীয় আইটি সেলের ইনচার্জ অমিত মালব্যও । তিনি এক্স-এ লিখেছেন,'পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল সরকার ভোটার তালিকা থেকে হিন্দুদের নাম বাদ দিচ্ছে, বিশেষ করে সীমান্তবর্তী এলাকায় বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গা ভোটারদের নাম যুক্ত করছে। উদাহরণস্বরূপ, বিজেপির শক্ত ঘাঁটি নদীয়াতে, আব্দুল রহমান শেখের অনুরোধ পাওয়ার পর, ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার (বিডিও) একই দিনে ৯৮ জন হিন্দুর নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে এই পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। ভোটার তালিকা তৈরিতে বিডিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে - এবং ব্যানার্জি জানেন যে রাজ্যে মুসলিমরা তাকে ভোট দেয় - এই বিষয়টি হিন্দুদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করার একটি ইচ্ছাকৃত প্রচেষ্টা।

সন্ত্রাসীরা অশান্তি পাকাতে চাইলে চরম শিক্ষা দিন,নির্দেশ বাংলাদেশ সেনা প্রধানের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

বাংলাদেশে মোল্লা ইউনূসের জমনায় একের পর এক উত্তেজনার চিত্র সামনে আসছে। ভাঙচুর থেকে লুটপাট সন্ত্রাসবাদের রাজত্ব তৈরি হয়েছে গোটা বাংলাদেশে।ভোগান্তিতে পড়েছে সাধারণ মানুষ। কেউ মুখ খুললেই আগুন ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে।মোল্লা ইউনূসের নির্দেশে মুছে ফেলার চেষ্টা চলছে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস।এমন আবহে মুখ খুললেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান।জানালেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনী পেশাদার বাহিনী।সেনাবাহিনীর কার্যক্রম

সম্পর্কে সরকার জানে, জনগণও জানে।নানা গুজব ছড়ানো হচ্ছে।সম্প্রতি আমেরিকার সিনেটর গ্যারি পিটারস সেনাবাহিনী প্রধানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন বাংলাদেশ সেনাপ্রধান। এই বিষয়ে দেশটির সেনাপ্রধান বলেন, আমেরিকার সিনেটর সেনাবাহিনীর কাজে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। এই সাক্ষাৎকার ইতিবাচক হয়েছে বলে জানান তিনি।কিন্তু দেশে কোন জরুরি অবস্থা জারি করা হয়নি। গুজব সম্পর্কে জনগণের সচেতন হওয়া উচিত।একইসঙ্গে যারা এমন ঘৃণ্য কাজ করছে তাদের শাস্তি দেওয়া উচিত। বাংলাদেশে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও নানা ধরনের অপপ্রচার নিয়ে সেনাবাহিনীর প্রধান বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে যে দায়িত্ব ও নিষ্ঠার সঙ্গে সেনাবাহিনী কাজ করছে, সেটি বাংলাদেশ ও জাতি চিরকাল মনে রাখবে।তিনি সবাইকে ধৈর্যের সঙ্গে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি যে কোন উসকানি মূলক বক্তব্যে প্রতিক্রিয়া না দেখানোর বিষয়ে সতর্ক করেন। তিনি বলেন, এমন কিছু করা যাবে না, যাতে সারাদেশে অশান্তি ছড়িয়ে পড়ে।নানা গুজব ছড়ানো হচ্ছে। অনেকে নানা ভুল তথ্য, অপতথ্য নানাভাবে ছড়াচ্ছে। সেনাবাহিনীর কাছে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার বাংলাদেশ ও এই দেশের জনগণ।

বিচার ব্যবস্থার উন্নতির জন্য এলএসপির জোরালো বিক্ষোভ,

ডঃ সমরেন্দ্র পাঠক, সিনিয়র সাংবাদিক

নয়াদিল্লি, ২৫ মার্চ, ২০২৫ (এজেন্সি)। বিচার ব্যবস্থায় বিরাজমান দুর্নীতি দূরীকরণ এবং বিচারক নিয়োগের জন্য জাতীয় স্তরের পরীক্ষা পরিচালনার দাবিতে গতকাল যন্তর মন্তরে লোক সমাজ পার্টির অ্যাডভোকেট ইউনিট একটি বিশাল বিক্ষোভ করেছে।

বিক্ষোভকারীদের নেতৃত্বে ছিলেন দলের প্রধান আইনজীবী গৌরী শঙ্কর শর্মা এবং সাধারণ সম্পাদক বচন সিং কারাউটিয়া। প্রাক্তন সাংসদ বুদ্ধ সেন প্যাটেল সহ অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বিক্ষোভকারীরা তাদের দাবির সমর্থনে জোরালো স্লোগান তোলেন এবং পরে মহামান্য রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং আইনমন্ত্রীর কাছে একটি স্মারকলিপি জমা দেন। পরে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে অ্যাডভোকেট মিঃ শর্মা অভিযোগ করেন যে দেশের মানুষ বিচার ব্যবস্থায় উপর থেকে নিচ পর্যন্ত বিস্তৃত দুর্নীতির প্রতি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। তিনি বলেন, দিল্লি হাইকোর্টের একজন বিচারকের বাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ মুদ্রা উদ্ধার এর একটি উদাহরণ।

মিঃ শর্মা অভিযোগ করেন যে বেশিরভাগ অদক্ষ বিচারকের কারণে আদালতে মামলার স্তূপ রয়েছে। বেশিরভাগ আদালতের অবস্থা এমন যে দুপুরের পরেও তা জনশূন্য থাকে। তারা দীর্ঘ তারিখ দেওয়ার পর লোকজনকে ছেড়ে দেয় এবং ন্যায়বিচার পাওয়ার আশায় মানুষ এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়ায়। তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, যদি এর সংশোধন না করা হয় তাহলে তিনি সুপ্রিম কোর্ট ঘেরাও করবেন। এল.এস.

পশু কল্যাণে জনসচেতনতা এবং অংশগ্রহণ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

পশুদের প্রতি নির্মম আচরণ প্রতিরোধ আইন ১৯৬০-এর ৯(কে) ধারার আওতায় গঠিত ভারতের পশু কল্যাণ পর্ষদের অন্যতম লক্ষ্য হল পশু-পাখির প্রতি সংবেদনশীল আচরণের ক্ষেত্রে মানুষকে সচেতন করে তোলা। এজন্য বক্তৃতামালার পাশাপাশি বই, পোস্টার, চলচ্চিত্র ভিত্তিক প্রদর্শনের আয়োজন করা হয়ে থাকে। সাধারণ মানুষের মধ্যে, বিশেষত বিদ্যালয়ের শিশুদের মধ্যে এসংক্রান্ত সচেতনতার প্রসারে একাধিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বিদ্যালয়গুলিতে এজন্য প্রাতিষ্ঠানিক এবং ব্যক্তিগত স্তরে সচেতনতার প্রসারে জোর দেওয়া হচ্ছে। রয়েছে নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রমের ব্যবস্থাও। নিয়মিত ভিত্তিতে নির্দেশিকাও জারি করে থাকে পর্ষদ। আইন প্রণেতাদের এই বিষয়টি সচেতন করে তুলতে এসংক্রান্ত আইন-কানুন সম্পর্কে প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করে ভারতের পশু কল্যাণ পর্ষদ।

এই অর্থবর্ষে ১৯.১০.২০২৪ তারিখে বেঙ্গালুরুর থানিসাড্রায় একদিনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রশাসনের কাছেও পশু কল্যাণ সংক্রান্ত আইনের ওপর পুস্তিকা পাঠায় পর্ষদ। পশু নির্যাতনের খবর পাওয়া মাত্র বিষয়টি সংশ্লিষ্ট রাজ্য ও জেলা প্রশাসনের গোচরে আনা হয়। সংশ্লিষ্ট আইনটির আওতায় প্রতিকূল পরিস্থিতিতে পশু প্রাণীদের থাকতে বাধ্য করলে প্রথমবার ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে। পরবর্তী ক্ষেত্রে জরিমানার পরিমাণ হতে পারে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত। পশু-পাখিদের রোগ প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা রাজ্যের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। পথেঘাটে ঘুরে বেড়ানো পশু-পাখির নির্যাতন প্রতিরোধ স্থানীয় সংস্থারও দায়িত্ব।

লোকসভায় আজ এক প্রশ্নের লিখিত উত্তরে এবিষয়ে বিশদে জানিয়েছেন মৎস্য চাষ, পশুপালন এবং দুগ্ধ উৎপাদন প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক এস পি সিং বাঘেল।

সিনেমার খবর

এবার শরীর থেকে নাগার শেষ স্মৃতিটুকুও মুছে ফেললেন সামান্থা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

সামান্থা রুথ প্রভু

জীবনে এগিয়ে গিয়েছেন দক্ষিণী সিনেমার অভিনেতা নাগা চৈতন্য। বর্তমানে তিনি শোভিতা ধুলিপালার সঙ্গে চুটিয়ে সংসার করছেন। যদিও তার প্রাক্তন স্ত্রী অভিনেত্রী সামান্থা রুথ প্রভু কাজ নিয়েই ব্যস্ত। নাগার সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ যে তাকে গভীরভাবে আহত করেছে, তা আগেই জানতেন অনুরাগীরা। বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে অভিনেত্রী জানিয়েছেন, এই বিবাহবিচ্ছেদে তাকে সিদ্ধান্ত জানানো হয়েছে এবং সবটাই মেনে নিতে হয়েছে।

নাগার সঙ্গে সামান্থার প্রেম, বিয়ে, বিচ্ছেদ নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি নায়িকার ব্যক্তিগত জীবন নিয়েও চর্চার শেষ নেই। সামান্থা কখন, কোথায়, কী করছেন, সেদিকে নজর সকলের। অভিনেত্রী নিজেও ব্যক্তিগত জীবনকে খুব বেশি আড়াল করতে চান না। এবার যেমন নাগার শেষ স্মৃতিটুকু মুছে ফেললেন নিজের শরীর থেকে। সে কথাও অকপটে জানালেন অনুরাগীদের।

এর আগেই তার বিয়ের পোশাক কেটে, রং করে কালো পোশাকে পরিণত করেন সামান্থা। বাগদানের সময় নাগার দেওয়া আংটিখানিও ভেঙে একটি লকেট করে নিয়েছেন। এবার পালা উল্কির।

অভিনেতার সঙ্গে প্রেমপর্ব শুরুর পর শরীরে তিনটি উল্কি করান অভিনেত্রী। ২০১০ সালে সামান্থার প্রথম ছবি 'ইয়ে মায়া ছেসাভে' ছবি মুক্তি পেয়েছিল, সেই ছবির নাম অনুযায়ী 'ওয়াইএমসি' ট্যাটুটি সামান্থার পিঠে রয়েছে। অভিনেত্রীর ডান দিকের পাঁজরের নীচে তার প্রাক্তন স্বামী নাগা চৈতন্যর ডাক নাম 'চৈ' লেখা। বিয়ের সময় এই ট্যাটুটি করিয়েছিলেন সামান্থা। আর তৃতীয় ট্যাটুটি রয়েছে কব্জিতে। দু'টি তীর আঁকা রয়েছে সেখানে। নাগা চৈতন্যের সঙ্গে মিলিয়ে তখন ট্যাটুটি করিয়েছিলেন তিনি।

প্রথম দু'টি উল্কি আগেই মুছে দিয়েছিলেন। এবার কব্জিতে করা উল্কিটিও মুছে ফেলছেন সামান্থা। কারণ ওই একই রকম উল্কি ছিল নাগার হাতে। নাগা অবশ্য এখনও সে উল্কি মোছেননি। শোভিতার সঙ্গে বিয়ের পরও ওই উল্কি দেখা গেছে নাগার হাতে।

সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি ছবি ভাগ করেছেন সামান্থা। সেখানেই স্পষ্ট দেখা গেছে আবছা হয়ে যাওয়া তীরের উল্কি। তারপর থেকেই অনুরাগীদের মধ্যে কানাঘুষো শুরু তবে শেষ স্মৃতি টুকি মুছে ফেললেন অভিনেত্রী!

অত্যধিক বাজেটেই আটকে গেল 'কৃষ ফোর'?

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

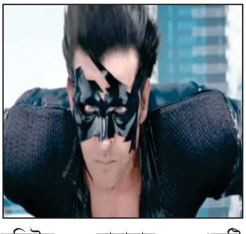

বলিউড তারকা হৃতিক রোশনের কৃষ অবতার শিশুদের প্রিয় সুপারহিরোদের মধ্যে অন্যতম। ইতোমধ্যে এই ফ্র্যাঞ্চাইজির তিনটি পর্বই মুক্তি পেয়েছে। এখন ভক্তরা অপেক্ষা করছেন চতুর্থ সিক্যুয়েলের। তবে, খুব সহসাই আসছে না 'কৃষ ফোর'। এ জন্য অপেক্ষা করতে হবে আরও খানিকটা সময়।

এক সূত্রের বরাত দিয়ে ভারতীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে, 'কৃষ ফোর'-এর ক্ষেত্রে বাজেটই এখন বড় সমস্যা। ছবিটির বাজেট এতই বেশি যে এই খরচে নির্মাণ করতে রাজি নয় কোনো প্রযোজক।

বলিউড হাঙ্গামার একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী জানা গেছে , 'কৃষ ফোর'-এর জন্য অত্যধিক বাজেটের প্রয়োজন এবং কোনো স্টুডিও ৭০০ কোটি রুপি বিনিয়োগ করার ঝুঁকি নিতে চাইছে না। প্রথমে হৃতিক রোশন তার বন্ধু সিদ্ধার্থ আনন্দকে ছবির জন্য প্রযোজনা সংস্থা খোঁজার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। হৃতিকের বন্ধু এবং পরিচালক সিদ্ধার্থ আনন্দের এই ছবিটি প্রযোজনা করার কথা ছিল। কিন্তু এখন শোনা যাচ্ছে, সিদ্ধার্থও এই প্রকল্প থেকে সরে গেছেন।

রাকেশ রোশন এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন, তিনি পরিচালনার কাজ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে অবসর নিয়েছেন এবং কোনো ছবি পরিচালনা করবেন না। তবে তিনি ভক্তদের আশ্বস্ত করেছিলেন, 'কৃষ ফোর'-এর কাজ চলছে এবং শীঘ্রই এর আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হবে। কিন্তু পরিচালক বা প্রযোজক যদি সিনেমা থেকে সরে দাঁড়ান, তাহলে সিনেমার ভবিষ্যৎ নিয়ে কিছুটা চিন্তা থেকে যায়।

বিচ্ছেদ নিয়ে প্রশ্নে কৌশলে যে উত্তর দিলেন ঐশ্বরিয়া

ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চন

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

মিস ওয়ার্ল্ড খেতাবজয়ী বিশ্বের অন্যতম সুন্দরী ও প্রতিভাবান অভিনেত্রীদের মধ্যে এক অনন্য নাম ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চন। বলিউডে নিজের দক্ষতা ও সৌন্দর্যের সমন্বয়ে এক নতুন অধ্যায় সৃষ্টি করেছেন। দীর্ঘ ক্যারিয়ারে অসংখ্য সফল সিনেমা উপহার দেওয়ার পাশাপাশি তিনি আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও ভারতীয় চলচ্চিত্রের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন। তার সৌন্দর্য ও অভিনয় দক্ষতার পাশাপাশি, তিনি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও মজাদার মন্তব্যের জন্যও খ্যাত।

সম্প্রতি মার্কিন টিভি শো হোস্ট অপরাহ উইনফ্রের জনপ্রিয় চ্যাট শোতে উপস্থিত হয়ে ভারতীয় সংস্কৃতি এবং আমেরিকান সমাজ নিয়ে আকর্ষণীয় ও মজাদার মন্তব্য করেছেন ঐশ্বরিয়া। যা দর্শকদের মাঝে হাস্যরস তৈরি করেছে।

২০০৫ সালে ঐশ্বরিয়া যখন অপরাহ উইনফ্রের চ্যাট শোতে উপস্থিত হয়েছিলেন, তখন বেশ কিছু বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন তারা। সে সময় ঐশ্বরিয়া ভারতের সংস্কৃতি সম্পর্কে কিছু ভুল ধারণা খণ্ডন করেন। অপরাহ তখন ভারতে প্রকাশ্যে চুম্বন ও পাতানো বিয়ে নিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন। ঐশ্বরিয়া ব্যাখ্যা করে বলেন, ভারতীয়রা খুবই অতিথিপরায়ণ। এসময় শোতে উপস্থিত দর্শকরা তার চিন্তা ও কড়া জবাব শুনে মুগ্ধ হন।

তবে সবচেয়ে আকর্ষণীয় মুহূর্তটি আসে যখন অপরাহ তাকে আমেরিকান সমাজের বিবাহবিচ্ছেদ নিয়ে প্রশ্ন করেন। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি একটি কটাক্ষপূর্ণ মন্তব্য করে বসেন যা দর্শকদের মধ্যে হাসির রোল সৃষ্টি করে। কথোপকথনের এক পর্যায়ে, অপরাহ যখন প্রশ্ন করেন, 'আপনি সংস্কৃতির প্রতিনিধি। ভারত সাধারণভাবে আমেরিকান নারীদের সম্পর্কে কী ধারণা পোষণ করে? তারা কী মনে করে যে, আমেরিকানরা রূঢ়।'

ঐশ্বরিয়া সোজাসুজি উত্তর দেন, 'ভারতীয় মানুষরা খুবই অতিথিপরায়ণ।' এরপর অপরাহ আবার প্রশ্ন করেন, 'তারা কি মনে করে আমরা অনেক কথা বলি?' ঐশ্বরিয়া জানান, 'হয়তো।' আর শেষের প্রশ্ন ছিল, 'তারা কি বলে, আমাদের অনেক বিবাহবিচ্ছেদ হয়?' ঐশ্বরিয়া সোজা উত্তর দেন, 'উহ... এটা একটা আলোচনার বিষয়বস্তু হতে পারে।'

অভিষেকে নজর কাড়লেন হামজা, ভারত থেকে ড্র নিয়ে ফিরছে বাংলাদেশ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

নিজের অভিষেক ম্যাচে ভারতের বিপক্ষে মাঠে নেমেই শতভাগ দিয়ে খেলেছেন শেফিল্ড ইউনাইটেডের ফুটবলার হামজা চৌধুরী। মাঝমাঠে প্রাণবন্ত ফুটবলে ভারতের আক্রমণ বারবার ভেস্তে দিয়েছেন তিনি, সহায়তা করেছেন আক্রমণেও। ম্যাচে অবসর ভেঙে মাঠে ফেরা সুনীল ছেত্রীকেও কড়া মার্কিয়ে রেখে ভারতের আক্রমণভাগকে এক কথায় অকেঁজো করে রেখেছিলেন এই ফুটবলার।

শিলংয়ে এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বে ভারতের বিপক্ষে চোখে চোখ রেখে লড়াই করেছেন হামজা-তপুরা। সেই লড়াইয়ে জিততে পারেনি কোনো দলই। ভারতের বিপক্ষে গোলশূন্য ড্র করে মাঠ ছেড়েছে বাংলাদেশ।

এর আগে, ম্যাচের ৩০ সেকেন্ড না হতেই ভারতের গোলরক্ষক বিশাল বায়েতের ভুলে বল পেয়েছিলেন মজিবুর রহমান জনি। কিন্তু পারেননি তিনি। প্রথম মিনিটেই বেঁচে যায় ভারত।

১০ মিনিট পর আবার ভুল করে বসেন ভারতীয় গোলরক্ষক। এবার সেই ভুলে বল পান মোহাম্মদ হৃদয়। দ্বিতীয় সুযোগও কাজে লাগাতে পারেনি বাংলাদেশ।

বাংলাদেশের আক্রমণাত্বক ফুটবলে শুরুর দিকে যেন খেই হারিয়ে ফেলে ভারত। সেই সুযোগ হামজা চৌধুরীকে নিয়ে গড়া বাংলাদেশ চড়াও হতে খেলতে শুরু করে। ডান দিক থেকে মোরসালিনের বাঁ পায়ের ক্রসে মাথা ছোঁয়ালেও বল লক্ষ্যে রাখতে পারেননি ইমন।

শুরুর দিকের এ অবস্থা কাটিয়ে ম্যাচে ফিরতে চেষ্টা করে ভারত। ২২তম মিনিটে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়েন তপু বর্মন।

ব্যথা পেয়ে তপু স্ট্রেচারে মাঠ ছাড়লে বদলি হিসেবে নামেন রহমত মিয়া। তপুর মাঠ ছাড়ার পর ভারত আস্তে আস্তে বাংলাদেশের সীমানা চিনতে থাক। সেই ধারাবাহিকতায় ২৮ মিনিটে লিস্টন কোলাসো বক্স থেকে নেন দুর্বল শট। বাংলাদেশ গোলরক্ষক মিতুল মারমার সেই শট ঠেকাতে কোনো বড়ই পেতে হয়নি।

৩০তম মিনিটে পাল্টা আক্রমণ থেকে সুযোগ পেয়েছিল ভারত। উদান্তা সিংয়ের শট ঠেকিয়ে দেন বাংলাদেশের তরুণ ডিফেন্ডার শাকিল আহমেদ তপু। ফিরতে বলে বক্স থেকে শট নিয়েছিলেন ফারুক হাজি। তবে দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় সেই বল নিজের আয়ত্বে নিয়ে দলকে বাঁচান বাংলাদেশ গোলরক্ষক মিতুল মারমা। এরপর গোলশূন্য থেকেই বিরতিতে যায় দুই দল।

বিরতি থেকে ফিরে ছন্নছাড়া ফুটবল খেলেছে দুই দলই। শেষপর্যন্ত কোনো দলই গোল না পেলে ০-০ ব্যবধানেই শেষ হয় ভারত ও বাংলাদেশের লড়াই।

আশুতোষের ব্যাটে দিল্লির দুর্দান্ত জয়

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টস ছুঁড়ে দিয়েছিল ২১০ রানের টার্গেট। আশুতোষ শর্মার দুর্দান্ত এক ইনিংসে সেই লক্ষ্য ১ উইকেট আর ৩ বল হাতে রেখে পার হয়ে যায় দিল্লি ক্যাপিটালস।

তখন দিল্লির দলীয় রান ৫ উইকেটের বিনিময়ে ৬৫ রান। লক্ষ্ণৌ সুপারজায়ান্টসের বিপক্ষে জিততে হলে তখনও প্রয়োজন ৮০ বলে ১৪৫ রান। এরপর অসাধারণ এক ইনিংস খেললেন দিল্লির জার্সিতে প্রথমবার মাঠে নামা আশুতোষ শর্মা। সেখান থেকেই জয় পায় অক্ষর প্যাটেলের দল। আইপিএলে সোমবার (২৪ মার্চ) দিনের একমাত্র ম্যাচে লক্ষ্ণৌ সুপারজায়ান্টসকে ১ উইকেটে রুদ্ধশ্বাস জয় পেয়েছে দিল্লি ক্যাপিটালস।

আইপিএলের মঞ্চে আশুতোষের নজর কাড়া এই প্রথম নয়। গত মৌসুমেই পাঞ্জাব কিংসের হয়ে মাঠে নেমে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, সুযোগ ও সমর্থন পেলে কী করে দেখাতে পারেন। পাঞ্জাব তাঁকে এই মৌসুমে ধরে রাখেনি। তাতে লাভবান দিল্লি। তারা মেগা নিলাম থেকে ৩০ লক্ষ টাকার আশুতোষকে কেনে ৩ কোটি ৮০ লক্ষ টাকায়।

গতরাতে বিশাখাপত্তনমে টস জিতে লক্ষ্ণৌকে শুরুতে ব্যাট করতে পাঠায় দিল্লি। একসময় মনে হচ্ছিল আড়াইশো রানের গণ্ডি পেরিয়ে যাবে অক্ষরের দল। তবে শেষমেশ সুপার জায়ান্টসকে ২০৯ রানে আকটে রাখে দিল্লি।

৬টি চার ও ছক্কার মারে ৩৬ বলে ৭২ রান করেন মিচেল মার্শ। অন্যফিকে ৬টি চার ও ৭টি ছক্কার মারে ৩০ বলে ৭৫ করেন নিকোলাস পরান। মূলত ২০ রানে ২ উইকেট নিয়ে কুলদীপ যাদবই লক্ষ্ণৌর রান বাড়তে দেননি। যদিও ৪২ রানে ৩ উইকেট নিয়ে মিচেল স্টার্কই সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি।

বিশাল লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে দিল্লি ৬৫ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে বসার পর, দলগত ১১৩ রানের মাথায় হারায় ২২ বলে ৩৪ রান করা স্টাবসকেও। সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে ২১১ রান তুলে ম্যাচ জেতে একেবারে শেষ ওভারে।

আশুতোষ দিল্লির প্রথম একাদশে ছিলেন না। তিনি ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসেবে সাত নম্বরে ব্যাট করতে নামেন। লোয়ার অর্ডারে ব্যাট করতে নেমেই ক্রিজে ঝড় তোলেন এই ২৬ বছর বয়সী ব্যাটসম্যান। ২৮ বলে ব্যক্তিগত হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করেন। শেষমেশ ৩১ বলে ৬৬ রানের ম্যাচ জেতানো ইনিংস খেলে অপরাজিত থাকেন শর্মা। এমন মারকাটারি ইনিংসে আশুতোষ ৫টি চার ও ৫টি ছক্কা মারেন।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১
● Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O . : Uttar Moukhali,P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329 and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR